কলিকাতা হাইকোর্ট

সিভিল অ্যাপিলেট এক্তিয়ার আপিল বিভাগে

সামনে: মাননীয় বিচারপতি সৌমেন সেন
এবং
মাননীয় বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী

২০১২ এর এফ. এ. টি. 355 এর সাথে
২০১৩ সালের আই .এ নং. সিএএন ২ (আগের নং ২০১৩ সালের সিএএন ৪৭৮২)
২০২২ সালের ৩ নং সিএএন

তপন কুমার মিত্র
বনাম
দিব্যেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি

আপীলকারীর হয়েঃ শ্রী সৌরদিপ্ত ব্যানার্জী, অ্যাডভোকেট. শ্রী অর্ণব রায়, অ্যাডভোকেট. এমএস ফাতেমা হাসান, অ্যাডভোকেট.

বিবাদীর জন্যঃ শ্রী শুদ্ধস্বত্ত্ব ব্যানার্জী, অ্যাডভোকেট. শ্রী সৌনক ভট্টাচার্য, অ্যাডভোকেট. শ্রী শুভ্রাংসু গাঙ্গুলি, অ্যাডভোকেট.

শুনানি শেষ হয়েছেঃ ২০২২-এর ১৫ই সেপ্টেম্বর।

রায়ঃ ২০২২ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর

সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী, বিচারপতি: ২০০৭-এর ৩০শে জুন কোলকাতা সিটি সিভিল কোর্টের ৫ম বেঞ্চের ২০১৭ সালের ও.সি. ১৮ মামলাতে বিজ্ঞ বিচারপতির রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে এই আপীল করা হয়েছে।

বিস্তারিত ভাবে বলা যায়, ২০১৬-র ১৮ জুলাই ৮২ বছর বয়সে নৃপেন্দ্র নাথ ব্যানার্জির বিধবা স্ত্রী শ্রীমতী লাবণ্য ব্যানার্জি তার উইল সম্পাদন করে তার ৫৯/২ নম্বর রাজা রামমোহন সরণি, পি এস আমহার্স্ট স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯ এর বাড়ির তার ভাগের অর্ধেক মালিকানা তিনি সমীর কুমার ঘোষ, শান্তনু ঘোষ এবং শুভ্রাংশু ঘোষের হাতে তুলে দেন।উইলকরত্রীর কোন সমস্যা ছিল না।দীপেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি এবং দীবেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি তাঁর দেওর মৃত মনীন্দ্র নাথ ব্যানার্জির দুই পুত্র।

কিন্তু উইলকরত্রী চায়নি যে তারা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হোক। উইলকরত্রী লাবণ্য ব্যানার্জি তার উইলে শ্রী তপন মিত্রকে নির্বাহক হিসাবে নিযুক্ত করেগেছেন।২০০৬ সালের ১৪ ডিসেম্বর লাবণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয় এবং তপন কুমার মিত্র ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ২৮৬ ধারা অনুযায়ী ১৯২৫ সালের ৩৯ নং আইনের আওতায় কলকাতার সিটি সিভিল কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে প্রোবেট মঞ্জুর করার জন্য আপীল করেন।

উদ্ধৃত তথ্যের ভিত্তিতে দিব্যেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এই উইল-কে ভুয়ো ও মিথ্যা দস্তাবেজ বলে আখ্যা দেন এবং বলেন, এটি দাবীকৃত উইল আমদানির ওপর অযথা প্রভাব ফেলেছে।

দিব্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, লাবণ্য ব্যানার্জি শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই ভুগছিলেন এবং তিনি জোর-জবরদস্তি এবং অযৌক্তিক প্রভাব ও গুরুত্বের শিকার হয়েছিলেন।অভিযোগ করা হয়েছে যে, লাবণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় কেন এই সম্পত্তিটি উইল করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সে সম্পর্কে কোনও বিবরণ নেই।এই উইল ইংরেজিতে লেখা হয়েছিল এবং লাবণ্য ব্যানার্জি মানসিক ও শারীরিকভাবে দুর্বল হওয়ায় তাকে বাংলা ভাষায় বিষয়বস্তু বোঝানোর কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি।

আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে তপন কুমার মিত্র ২০০ সালের টাইটেল স্যুট নং ১৮৩৩ -এর - সুবিধাভোগীদের পক্ষে, সমীর কুমার ঘোষ, শান্তনু ঘোষ এবং শুভ্রাংশু ঘোষের পক্ষে অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড।ক্যাভিটরের মতে, কথিত উইল লাবণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ উইল হতে পারে না।

এই আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রবেট প্রক্রিয়া বিতর্কিত হয়ে ওঠে এবং কলিকাতার সিটি সিভিল কোর্টের ১০ নাম্বার বিচারকের আদালতে স্থানান্তরিত হয়।

বিজ্ঞ ট্রায়াল আদালত মামলাকারীর নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করার পরঃ

১. মামলাটি কি তার বর্তমান রূপ এবং প্রার্থনায় গ্রহনযোগ্য ?

২. লাবণ্য কি ২০০৬ সালের ১৮ই জুলাই উইল সম্পাদন করেছিলেন?

৩. ১৮ জুলাই, ২০০৬ তারিখে উইল করার সময় লাবণ্য কি শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ছিলেন?

১৮ জুলাই, ২০০৬ তারিখের উইল টি কি কোন কি সন্দেহজনক ?

৫. বাদী কি প্রার্থনার ভিত্তিতে উইল প্রবেট গ্রহন করার অধিকারী?

বিজ্ঞ বিচারিক আদালত বাদী/প্রোপাউন্ডারের বিরুদ্ধে ১ নং আভিযোগ ছাড়া বাকি সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পেরে সন্তুষ্ট।

তাই এই আপীল।

আপীলকারীর আইনজীবী শ্রী সৌরদীপ্ত ব্যানার্জি এই রায়কে সমালোচনা করে যুক্তি দেখান যে, বিচারিক আদালত প্রমাণ যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং প্রমাণ ভুলভাবে পড়ে যাওয়ার কারণে একটি ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে।এটি বলা হয়েছে যে লাবণ্য ইংরেজি ভাষা বোঝার জন্য শিক্ষিত ছিলেন এবং তিনি ইংরেজিতে চিঠি লিখেছিলেন এবং অন্যান্য নথি লিখেছিলেন।

বিবাদী/উত্তরদাতা দিব্যেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি উইলকরত্রী লাবন্য ব্যানার্জির দ্বারা সম্পাদিত এই উইল বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি জানাননি।উইল করার তিন মাস আগে, উইলকরত্রী ৫০,০০০/- টাকার একটি মানি রিসিপ্ট সম্পাদন করেছিলেন, যা একজন উইলকরত্রী সুবুদ্ধির পরিচয় দেয়।

বিভাজনের জন্য ২০০৫ সালের ৮৭৪ নম্বর টাইটেল স্যুটে তিনি মামলা লড়ছিলেন।২০০৬ সালের ১৮ই জুলাই উইল কার্যকর করার পরেও লাবণ্য, ক্যাভেটর এবং তার ভাইবোনদের সাথে একত্রে একটি পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি কার্যকর করেছিলেন এবং নিবন্ধন করেছিলেন।তিনি যে

শারীরিকভাবে সুস্থ এবং মানসিকভাবে সজাগ ছিলেন, তা প্রমাণ করার জন্য টেস্টাট্রিক্সের এই কার্যকলাপগুলি যথেষ্ট।

আপীলকারীর হয়ে বিজ্ঞ কৌঁসুলি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে উইল কার্যকর করার উদ্দেশ্য উত্তরাধিকারের আদেশকে পরিবর্তন করা যা বিচার আদালত উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল।দীপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, কেয়া মুখার্জী এবং দিব্যেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে তার সম্পত্তি থেকে, বিশেষ করে দিব্যেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েনের কারণে বাদ দেওয়ার জন্য লাবন্যের দিক থেকে কোনও অস্বাভাবিক কিছু ছিল না।

বিজ্ঞ বিচারিক আদালত এই কারণে প্রোবেট প্রত্যাখ্যান করার কোনও কারণ ছিল না যে আইনি উত্তরাধিকারীরা, যারা উইল না থাকলে টেস্টাট্রিক্সের জায়গায় আসতেন, তারা বঞ্চিত হতেন।

আপীলকারীর আইনজীবী জনাব ব্যানার্জি আমাদের একজন সাক্ষী মানস চক্রবর্তি ওনার মৌখিক সাক্ষ্যে নিয়ে যান, যিনি পিডাব্লু ২ হিসাবে সাক্ষ্য উপস্থাপন করেছিলেন এবং স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে লাবণ্য ব্যানার্জি তাঁর উপস্থিতিতে স্বাক্ষর করেছেন।অপর সাক্ষীও রাকেশ ভার্মা তাঁর উপস্থিতিতে তাঁর স্বাক্ষর করেছেন এবং পি ডাব্লু ২ মানস চক্রবর্তী লাবণ্য ব্যানার্জির অনুরোধে উইল-এ তাঁর স্বাক্ষর করেন।তিনি উইল-এর প্রথম পাতার উল্টো দিকে লাবণ্য ব্যানার্জি এবং রাকেশ ভার্মার স্বাক্ষর চিহ্নিত করেন এবং বলেন যে তারা রেজিস্ট্রি অফিসে তাদের স্বাক্ষর করেছেন।সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চেম্বারে যে উইল টাইপ করা হয়েছিল তা প্রদর্শ-২ হিসাবে প্রমাণের মধ্যে গৃহীত হয়েছিল।আপীলকারীর বিদ্বান কৌঁসুলির মতে, পি ডাব্লু ২ এর সাক্ষ্যপ্রমাণ সাক্ষ্য আইনের ৬৮ ধারা এবং ১৯২৫ সালের ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ৬৩ (গ) ধারার প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য যথেষ্ট।

যেহেতু এই উইল একটি নিবন্ধিত দলিল, তাই বিচারিক আদালত যে উইল গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল তার যথার্থতাকে এই তথ্য আরও সমর্থন করে।এটা জোরালোভাবে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে নিবন্ধিত সাক্ষী পিডাব্লু ২ উইল কার্যকর করার প্রমাণ দিয়েছে এবং তিনি জেরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে ডি ডাব্লু-১ দিব্যেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সাক্ষ্য প্রমাণের প্রতি, যিনি জেরা করার সময় লাবণ্য ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে বিভাগের জন্য মামলা দায়ের করেছেন বলে স্বীকার করেছেন।লাবণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি নথির মুখোমুখি হন, যা তিনি সত্য বলে স্বীকার করেন।

আপীলকারীর বিজ্ঞ কৌঁসুলি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চিফ ম্যানেজারের কাছে লাবণ্য ব্যানার্জির লেখা চিঠি ‘এক্সিবিট-৪’-এর বিষয়বস্তুর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যেখানে লকার ব্যবহার বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং উক্ত চিঠির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে লাবণ্য ব্যানার্জি উল্লেখ করেছেন যে, অঞ্জনা ব্যানার্জির স্বামী তাঁকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেছিলেন, যাঁর নাম লকারের যুগ্ম পরিচালক হিসাবে লাবণ্য ব্যানার্জির নামে যুক্ত ছিল।সেপ্টেম্বর মাসের কোনো এক সময় লকারের চাবি হারিয়ে যায় এবং ১৫ ডিসেম্বর সেই চাবিটি করিডরে পাওয়া যায়।

আপীলকারীর আইনজীবী শ্রী ব্যানার্জির মতে, চিঠির বিষয়বস্তু ত্রুটিহীনভাবে ক্যাভিটর, দিব্যেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি তাঁর স্ত্রী এবং উইলকরত্রী লাবণ্য ব্যানার্জির মধ্যে তিক্ত সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়।

লাবণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিব্যেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি তাঁর ভাই ও বোনের উপর কোনও বিশ্বাস ও আস্থা ছিল না এবং তিনি তাঁর সম্পত্তি সমীর কুমার ঘোষ এবং তাঁর দুই পুত্রের পক্ষে উইল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যারা এমন এক সময়ে বৃদ্ধার যত্ন নিয়েছিলেন যখন তাঁর তথাকথিত আত্মীয়রা কোনও সহানুভূতি দেখাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, বরং বিভাজনের জন্য মামলা দায়ের করে নিষেধাজ্ঞার জন্য আপীল করে তাকে সমস্যায় ফেলার চেষ্টা করেছিলেন।শ্রী ব্যানার্জির মতে, বিজ্ঞ বিচার আদালতের এই ভিত্তিতে আপিল রায়টি দেওয়ার কোনও কারণ ছিল না যে, টেস্টাট্রিক্সের সম্পত্তি ভাড়াটিয়াকে দেওয়ার কোনও কারণ ছিল না।শ্রী ব্যানার্জীর মতে, যখন পিডাব্লু ২ উইলের সম্পাদন প্রমাণ করে, বিজ্ঞ বিচারিক আদালত উইলকরত্রী ইচ্ছার উপর আপিল করার পরিবর্তে প্রোবেট মঞ্জুর করা উচিত ছিল।আপীলকারীদের আইনজীবী শ্রী সৌরদীপ্ত ব্যানার্জি তাঁর যুক্তিকে জরদার করতে নিম্নলিখিত রায়গুলির উপর নির্ভর করেনঃসাবিত্রী দাস বনাম তপন কুমার নন্দী ও অন্যান্য, ২০২২ এসসিসি অন-লাইন কেল ১৬৪৫, রবীন্দ্রনাথ মুখার্জী ও অন্যান্য বনাম এনআর.পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় (মৃত) দ্বারা এলআরএস এবং অন্যান্য বলেছেন ১৯৯৫ (৪) এস সি সি ৪৫৯, গৌতম ভৌমিক বনাম শ্রীমতী সাবিত্রী ভূঁইয়া, এ আই আর ২০১২ কল ৫৭, সাবিত্রী ও অন্যান্য বনাম কারথ্যায়ানি আম্মা এবং অন্যান্য বলেছেন ২০০৭ (১১) এসসিসি ৬২১, পেন্টাকোটা সত্যনারায়ণ এবং অন্যান্য বনাম।২০০৫ (৮) এসসিসি ৬৭ সালে পেন্টাকোটা সিতারত্নম এবং অন্যান্য তে বলা হয়।

এই যুক্তি খণ্ডন করে, বিবাদী/ উত্তরদাতা পক্ষের অভিজ্ঞ অ্যাডভোকেট শ্রী শুদ্ধস্বত্ব ব্যানার্জি বলেছেন যে, যদিও দিব্যেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এবং লাবণ্য ব্যানার্জির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে সম্পর্ক ভাল ছিল না, উইলকরত্রী১৯৯৭ এ ভাল ছিলেননা তবে সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধা মহিলাটি তাঁর উপর নির্ভর করতে শুরু করেছিলেন।এই উইল সম্পাদন করার ৪-৫ মাস আগে সমীর কুমার ঘোষ তাঁর দুই ছেলের মতো একজন অপরিচিত ব্যক্তির কাছে তাঁর সম্পত্তি উইল করার কোনও কারণ ছিল না।

ক্যাভেটর/প্রতিবাদীর হয়ে বিজ্ঞ কৌশলী শ্রী ব্যানার্জি বলেছেন যে উইল সম্পাদন করার পরিস্থিতি সন্দেহজনক এবং এ জাতীয় সন্দেহজনক পরিস্থিতি পরিষ্কার করার দায়িত্ব প্রস্তাবকের।আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে আইনজীবী তপন কুমার মিত্র এবং তাঁর প্রবীণ আইনজীবী সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমীর কুমার ঘোষের দায়ের করা টাইটল স্যুটে সুবিধাভোগীদের প্রতিনিধিত্ব করতেন।এই উইল তৈরির জন্য লাবণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে যাওয়ার কোনও কারণ ছিল না, যখন লাবণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদালতে প্রতিনিধিত্ব করার পক্ষে তাঁর নিজের আইনজীবী ছিলেন।এই পরিস্থিতিকে যদি মানুষের সম্ভাবনার দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয়, তা হলে সাধারণ বিচক্ষণ যে কোনও ব্যক্তির মনে এই বিষয়টি আসা উচিত যে লাবণ্য ব্যানার্জি কেন তাঁর অপরিচিত কোনও ব্যক্তির কাছে তাঁর উইল প্রস্তুত করার জন্য গিয়েছিলেন।উইল-এর খসড়া প্রস্তুতকারী আইনজীবী সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য বিচার বিভাগীয় আদালতে উপস্থিত ছিলেন না।সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৌখিক সাক্ষ্য থেকে বোঝা যায়, কেন লাবণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন।পিডাব্লু ২ বলেছে যে উইল রেজিস্ট্রি অফিসে কার্যকর করা হয়েছিল।পি ডাব্লু ২ হলেন সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ক্লার্ক যিনি উইল-এর খসড়া তৈরি করেছিলেন।তপন কুমার মিত্র হলেন সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জুনিয়র, যাকে উইল টির এক্সিকিউটর হিসাবে নিযুক্ত করাহয়েছিল; এটি একটি অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা ছিল।লাবণ্য ব্যানার্জি যে মানস চক্রবর্তী পিডাব্লু ২-কে সাক্ষী হওয়ার অনুরোধ করেছিলেন তার কোনও প্রমাণ

নেই।লাবণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের উইল বাস্তবায়নের সাক্ষী হওয়ার জন্য সেই নির্দিষ্ট দিনে এই সাক্ষী পিডাব্লু ২ কে রেজিস্ট্রি অফিসে যেতে কে বলেছিল তা স্পষ্ট নয়।

বিরোধি রায়কে সমর্থন করে প্রতিবাদীর বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী ব্যানার্জি বলেছেন যে সমীর কুমার ঘোষ এবং তাঁর দুই পুত্র বৃদ্ধার দুর্বল শারীরিক ও মানসিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে নথিটি তৈরি করেছেন এবং সাক্ষর করিয়েছেন।লাবণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের ইচ্ছায় উইল সম্পাদন করেননি।উইল তৈরির পুরো প্রক্রিয়ায় স্বাধীন ইচ্ছা নামে যে উপাদানটি ছিল তা স্পষ্টতই অনুপস্থিত ছিল।

যে পরিস্থিতিতে উইল কার্যকর করা হয়েছিল, তা সন্দেহের আবরণে ঢাকা ছিল বলে প্রতিবাদীপক্ষের আইনজীবী জোরালোভাবে যুক্তি দেখিয়েছেন।লাবণ্য ব্যানার্জি কখন উইল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তার কোনও প্রমাণ নেই, যার কাছে তিনি তাঁর মন প্রকাশ করেছিলেন।

তাঁর যুক্তির সমর্থনে শ্রী শুদ্ধস্বত্ত্ব ব্যানার্জী নিম্নলিখিত রায়গুলির উপর নির্ভর করেনঃ- রাধিকা প্রসাদ সাহা ও অন্যান্যরা বনাম এসএম কাত্যায়নী দাসী ও অন্যান্যরা বলেছেন ৭৫ সিডব্লিউএন ৬৩-এ , এইচ ভেঙ্কটাচালা আয়েঙ্গার বনাম বি এন থিম্মাজাম্মা ও অন্যান্যরা বলেছেন এআইআর ১৯৫৯ এসসি ৪৪৩-এ, সাবিত্রী দাস বনাম তপন কুমার নন্দী ও অন্যান্যরা বলেছেন ২০২২ এসসিসি অনলাইন কল ১৬৪৫-এ।শ্রী ব্যানার্জি আপীল খারিজ করার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

আমরা এই আপীলের পক্ষগুলির প্রতিনিধিত্বকারী অভিজ্ঞ আইনজীবীদের রায়গুলি পর্যালোচনা করেছি। এই রায়গুলি এই বিশেষ মামলার তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন বিশেষ তথ্যাত্মক ম্যাট্রিক্সে ঘোষণা করা হয়েছিল।

সুতরাং, আমরা সেই সমস্ত রায় বিশদভাবে আলোচনা করাকে সমীচীন বলে মনে করি না, বিশেষ করে যখন কোনও উইল প্রমাণের বিষয়ে আইনি নীতিগুলি এখন আর পুনরায় ইন্টিগ্রা নয়। ১৯২৫-এর ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ৬৩ (সি) ধারা এবং ১৮৭২-এর ভারতীয় প্রমাণ আইনের ৬৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী এই তথ্য সত্যায়িত ও প্রমাণিত করতে হবে।

এটি প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না যতক্ষণ না এর সম্পাদন প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে একজন সাক্ষীকে ডাকা হয়।এছাড়াও, ১৯২৫ সালের ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ৬৩ নম্বর ধারার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিও এই আদালতকে বিবেচনা করতে হবে।উইল বৈধভাবে সম্পাদিত হয়েছে কি না এবং এটি একটি প্রকৃত দলিল কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য প্রস্তাবকারীকে দেখাতে হবে যে প্রাসঙ্গিক সময়ে উইল স্বাক্ষরকারী সুস্থ ছিলেন এবং তার উপস্থিতিতে এবং একে অপরের উপস্থিতিতে অন্তত ২ জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে উইল স্বাক্ষর করেছিলেন।এই উপাদানগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে প্রপাউন্ডারের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হয়।

বলা হয়ে থাকে যে, উইলকরত্রী সঠিক বা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে আদালত বসে না।আদালতের ভূমিকা শুধুমাত্র মৃত ব্যক্তির শেষ উইল হিসাবে প্রস্তাবিত দলিলটি উইল কিনা এবং এটি মুক্ত ও সুস্থ নিষ্পত্তিকারী মনের ফল কিনা তা পরীক্ষা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এটা বলা বাহুল্য যে, একটি উইল উত্তরাধিকারের পদ্ধতি পরিবর্তন করার জন্য কার্যকর করা হয় এবং এর ফলে প্রাকৃতিক উত্তরাধিকারীর অংশ হ্রাস বা বঞ্চিত করা হয়।যদি কোনও ব্যক্তি তার

সম্পত্তি তার প্রাকৃতিক উত্তরাধিকারীর কাছে হস্তান্তরিত করতে চান তবে কোনও উইল সম্পাদনের প্রয়োজন নেই।

এ আই আর ১৯৫৯ এস সি ৪৪৩-এ এইচ ভেঙ্কটাচালা আয়েঙ্গার বনাম বি এন থিম্মাজামা মামলায় প্রদত্ত উইল প্রমাণের ভিত্তিতে মাননীয় শীর্ষ কোর্টের বিখ্যাত সিদ্ধান্তগুলির উপর আমরা নির্ভর করতে পারি।রায়ের প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপ:

"১৮. যে পক্ষ উইল বা অন্য কোনভাবে উইল করার প্রস্তাব দেয়, নিঃসন্দেহে সে দলিলটি প্রমাণ করার চেষ্টা করে এবং কিভাবে তা প্রমাণ করতে হবে তা নির্ধারণ করার সময়, আমাদের অবশ্যই নথিপত্রের প্রমাণ পরিচালনাকারী বিধিবদ্ধ বিধানগুলির উল্লেখ করতে হবে।

এভিডেন্স অ্যাক্টের ৬৭ এবং ৬৮ ধারা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।৬৭ ধারার আওতায় যদি কোনও ব্যক্তির স্বাক্ষরের অভিযোগ ওঠে, তা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষর অবশ্যই তাঁর হাতের লেখায় প্রমান করতে হবে এবং আইনের ৪৫ ও ৪৭ ধারার আওতায় এই ধরনের হাতের লেখা প্রমাণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও ব্যক্তির হাতের লেখার সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিদের মতামত প্রাসঙ্গিক করা হয়।৬৮ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, যে নথির প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন, তা কার্যকর করার প্রমাণ দিতে হবে এবং এতে বলা হয়েছে যে, অন্তত একজন সাক্ষীকে তার সম্পদান প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে না ডাকা পর্যন্ত এই ধরনের নথিকে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।এই বিধানগুলি প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রকৃতি নির্ধারণ করে যা আদালতে কোনও নথির উপর নির্ভর করে এমন পক্ষকে অবশ্যই সন্তুষ্ট করতে হবে।একইভাবে, ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ৫৯ এবং ৬৩ ধারাগুলিও প্রাসঙ্গিক।ধারা ৫৯-এ বলা হয়েছে যে, সুবুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তি, যিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক নন, তিনি উইলের মাধ্যমে তার সম্পত্তি বান্দোবস্ত করতে পারেন এবং এই ধারার তিনটি দৃষ্টান্ত নির্দেশ করে যে, এই প্রসঙ্গে সুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বলতে কী বোঝানো হয়েছে। ৬৩ ধারায় বলা হয়েছে যে, উইলকরত্রী উইল স্বাক্ষর করবেন অথবা তার চিহ্ন উইলে রাখবেন অথবা তাতে অন্য কোন ব্যক্তি স্বাক্ষর করবেন তাঁর উপস্থিতিতে এবং তাঁর নির্দেশে স্বাক্ষর করবেন এবং স্বাক্ষর বা চিহ্ন এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে মনে হবে যে, উইল হিসাবে লেখার উদ্দেশ্য ছিল।এই ধারায় আরও বলা হয়েছে, উইল দুই বা ততোধিক সাক্ষীর দ্বারা প্রত্যয়ীত হতে হবে।সুতরাং, প্রস্তাবকের দ্বারা স্থাপিত উইল উইলকরত্রী শেষ উইল কিনা তা এই বিধানের আলোকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।উইলকরত্রীকি উইলে সাক্ষর করেছিলেন ?তিনি কি উইলের প্রকৃতি এবং প্রভাব বুঝতে পেরেছিলেন?তিনি কি উইল-এ তাঁর স্বাক্ষর রেখেছিলেন যে, এতে কী আছে?বিস্তৃতভাবে এই প্রশ্নগুলির সিদ্ধান্তই উইলের প্রমাণের প্রশ্নে অনুসন্ধানের প্রকৃতি নির্ধারণ করে।

এটা বলা প্রাথমিকভাবে সত্য হবে যে উইলটিকে ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ধারা ৬৩ দ্বারা নির্ধারিত প্রত্যয়নের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছাড়া অন্য যেকোনো নথির মতো প্রমাণ করতে হবে। অন্যান্য নথির প্রমাণের ক্ষেত্রে যেমন উইলের প্রমাণের ক্ষেত্রে গাণিতিক নিশ্চিততার সাথে প্রমাণ আশা করা নিষ্ক্রিয় হবে।যে পরীক্ষা প্রয়োগ করা হবে তা এই বিষয়গুলিতে বিচক্ষণ মনের সন্তুষ্টির সাধারণ পরীক্ষা হবে।"

উপরোক্ত মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন যে, প্রস্তাবকারীকে নিম্নলিখিত তিনটি দিক প্রমাণ করতে হবেঃ

(১) উইল স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি স্বভাবের প্রকৃতি ও প্রভাব যথাযথভাবে বোঝার জন্য দৃঢ় ও নিষ্পত্তিমূলক মানসিক অবস্থায় উইল স্বাক্ষর করেছেন এবং তিনি নিজের স্বাধীন ইচ্ছার দলিলে স্বাক্ষর করেছেন, এবং

(২) উইল সমর্থনে যে সাক্ষ্য দাখিল করা হয়েছে তা যদি উদাসীন, সন্তোষজনক এবং আইনের চাহিদা অনুযায়ী উইল প্রদানকারীর মন ও স্বাক্ষরের সঠিক ও নিষ্পত্তিমূলক অবস্থা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হয়, তা হলে আদালত উইল প্রদানকারীর অনুকূলে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবে, এবং

(৩) যদি কোনও উইল সন্দেহজনক পরিস্থিতি দ্বারা বেষ্টিত বলে চ্যালেঞ্জ করা হয়, তবে এই ধরনের সমস্ত বৈধ সন্দেহগুলি সন্দেহ দূর করার জন্য দৃঢ়, সন্তোষজনক এবং পর্যাপ্ত প্রমাণের মাধ্যমে দূর করতে হবে।অন্য কথায়, প্রস্তাবকের ওপর যে দায়িত্ব বর্তায়, তাতে উল্লেখিত প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রমাণের ভিত্তিতে তা ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।

এক্ষেত্রে পিডাব্লু ১-এর তপন কুমার মিত্র হলেন উইল-এর প্রস্তাবক, যিনি দাবি করেন যে, তাঁকে উইল-এর কার্যনির্বাহী হিসেবে নিযুক্ত করছেন উইলকরত্রী ।তাঁর সাক্ষ্য থেকে আমরা দেখতে পাই যে ২০০৬ সালের ১৮ জুলাই তিনি যথারীতি সকাল ৮টায় সিনিয়র অ্যাডভোকেট সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চেম্বারে উপস্থিত ছিলেন।, সকাল ৮. ৩০ মিনিটে লাবণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় রাকেশ ভার্মা কে সাথে নিয়ে আইনজীবী সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চেম্বারে আসেন, তাঁর উপস্থিতিতে সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উইল টি পড়ে শোনান এবং লাবণ্যের কাছে উইল এর বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করেন কিন্তু তিনি উইল কার্যকর করার আগেই চলে যান।

সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন মূল উইল-এর রক্ষক।২০০৬-এর ৪ঠা ডিসেম্বর লাবণ্যের মৃত্যুর পর, সুরেশ চন্দ্র চ্যাটার্জী লাবণ্যের মৃত্যু শংসাপত্র এর সঙ্গে উইল টি তৈরি করেন এবং পিডাব্লু-১ প্রোবেট মাঞ্জুর করার জন্য আপীল করেন।

পিডাব্লু-১-এর পক্ষ থেকে জেরা করার সময় বলা হয় যে তিনি উইল-এর সুবিধাভোগীদের আইনজীবী ছিলেন। ২০০৯-এর ২৮ জানুয়ারি পি ডব্লিউ ১-এর জেরা চলাকালীন আদালত কক্ষে উপস্থিত সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যিনি এই উইল-এর খসড়া তৈরি করেন।

পিডব্লিউ ১-এর মৌখিক সাক্ষ্য থেকে আমরা দেখতে পাই যে রেজিস্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষের জারি করা আইজিআর সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হেফাজতে ছিল।পিডাব্লু-১-বলেছেন যে, লাবণ্য তাঁকে তাঁর উকিল হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন এক সাময় তার কাছে সেই নথি আছে।পিডাব্লু ২ মানস চক্রবর্তী, যিনি সাক্ষীদের মধ্যে একজন, বলেন যে লাবণ্য ব্যানার্জি ২০০৬ সালের ১৮ই জুলাই তাঁর উপস্থিতিতে তাঁর স্বাক্ষর করে উইল সম্পাদন করেছিলেন।এরপরে রাকেশ ভার্মা তাঁর স্বাক্ষর করেন এবং পিডাব্লু-২ তাঁর স্বাক্ষর করেন।তিনি উইল-এর প্রথম পাতার উল্টো দিকে প্রদর্শিত সমস্ত স্বাক্ষরগুলি চিহ্নিত করেছিলেন।তাঁরা রেজিস্ট্রি অফিসে তাঁদের স্বাক্ষর করেছিলেন।তাঁর জেরা থেকে আমরা জানতে পারি যে পিডাব্লু ২ হলেন আইনজীবী সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ক্লার্ক।উইল করার জন্য তিনি লাবণ্য দেবীকে সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে নিয়ে যাননি।সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার উপস্থিতিতে এই ধরনের উইল পড়ে ব্যাখ্যা করেন।যেহেতু তিনি ইংরেজি ভাষায় ভালভাবে পরিচিত ছিলেন না, তাই সাক্ষী উইল সম্পর্কে কিছু বলতে পারেননি এবং সুরেশ চন্দ্র বাবু বাংলায় এই উইল সম্পর্কে উইলকরত্রীকে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

আমরা যদি পিডাব্লু-২-এর সাক্ষ একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করি তবে আমরা দেখতে পাই যে লাবণ্য ব্যানার্জি ২০০৬ সালের ১৮ জুলাই রেজিস্ট্রি অফিসে তাঁর উপস্থিতিতে এক্সিবিট -২ এর উপর নিজের স্বাক্ষর করেছেন এবং রাকেশ ভার্মা অন্য সাক্ষীও পিডাব্লু-২-এর উপস্থিতিতে তাদের স্বাক্ষর করেছেন।সুতরাং, পিডাব্লু-২-এর প্রমাণ সাক্ষ্য আইনের ৬৮ ধারা এবং ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ৬৩ ধারার অধীনে নির্ধারিত বিধিবদ্ধ প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য যথেষ্ট।

পিডাব্লু ১ জেরার সময় বলেছিলেন যে তার কাছে এমন নথি রয়েছে যা দেখায় যে তাকে লাবণ্য ব্যানার্জি তার আইনজীবী হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন।এরকম কোনও দস্তাবেজ উপস্থাপন করা হয়নি।

এক্সিকিউটর পিডাব্লু ১ স্বীকার করেছেন যে তিনি উইলের সুবিধাভোগীদের আইনজীবী ছিলেন।সাম্প্রদান ও নিবন্ধীকরণের পর সিনিয়র অ্যাডভোকেট সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তাঁর কাছে আই.জি.আর টি রাখেন।পি ডব্লিউ ১-এর সাক্ষ্য থেকে জানা গেছে যে সুরেশ চন্দ্র চ্যাটার্জী উইল-এর খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন, যা আদালতে দাখিল করা হয়নি।লাবণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় একজন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া বসুকে বিভাজন মামলায় তাঁর আইনজীবী হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন।আইনজীবী শ্রী সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চেম্বারে যাওয়ার পরিবর্তে ওই মহিলা অ্যাডভোকেটের কাছে যাওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক।সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিচার চলাকালীন আদালত কক্ষে উপস্থিত থাকলেও তিনি সাক্ষীর বাক্স থেকে দূরে থাকাই শ্রেয় মনে করেন।তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে জেরা করা উচিত ছিল, যে কখন তিনি প্রথম লাবণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে উইল প্রস্তুতির নির্দেশ পেয়েছিলেন এবং কে তাঁর কাছে উইল প্রস্তুতির জন্য লাবণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে এসেছিলেন।

কিন্তু উইল তৈরির পুরো পর্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, আই.জি.আর. কে নিজের হেফাজতে রেখে এবং তারপরে, রেজিস্ট্রিং অথরিটির কাছ থেকে মূল নিবন্ধিত উইল পাওয়ার পর, সুরেশ চন্দ্র চ্যাটার্জী তার জুনিয়র পিডব্লিউ ১-কে দিয়ে দেন।পিডাব্লু-১ এর প্রপাউন্ডার হিসেবে তাঁর সিনিয়র শ্রী সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে পরীক্ষা করা উচিত ছিল রেকর্ডটি সোজা রাখার জন্য।

পিডাব্লু-১-এর সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, তিনি ২০০৬-এর ১৮ই জুলাই সকাল ৮টায় আইনজীবী সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চেম্বারে যান।সকাল ৮.৩০ টার দিকে লাবণ্য আসেন মিঃ রাকেশ ভার্মার সাথে এবং তাঁর উপস্থিতিতে সুরেশ চন্দ্র চ্যাটার্জি লাবণ্য ব্যানার্জীকে উইলের বিষয়বস্তু পাঠ করেন এবং ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু সম্প্রদান করার আগে তিনি চেম্বার ছেড়ে চলে যান।

রাকেশ ভার্মার কোনও সাক্ষ্য নেওয়া হয়নি। একজন প্রত্যয়িত সাক্ষী হওয়া ছাড়াও তিনি ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি লাবণ্য ব্যানার্জী, উইলকরত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলেন, আইনজীবী মিঃ সুরেশ চ্যাটার্জির কাছে। তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, লাবণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় তার সম্পত্তি সম্পর্কে একটি উইল তৈরি করার জন্য তার মন প্রকাশ করেছিলেন সেই ব্যক্তির কাছে, যে ট্রাকের খালাসি হতে পারে। কিন্তু রাকেশ ভার্মার সঙ্গে উইলকরত্রী পূর্ব পরিচিতির কোনও প্রমাণ নেই।

লাবণ্য ব্যানার্জি উইল তৈরি করতে চেয়েছিলেন, রাকেশ ভার্মা তা কখন জানতে পেরেছেন, সেই প্রশ্নটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। পিডাব্লু-১-এর সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, ২০০৬-এর ১৮ জুলাই সকাল ৮.৩০ মিনিটে রাকেশ ভার্মা লাবণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চেম্বারে নিয়ে আসেন ও তিনি উইল তা প্রস্তুত করতে বলেন। সেই অনুযায়ী উইলের খসড়া তৈরি

করা হয়েছিল এবং তারপরে, একটি ন্যায্য অনুলিপি প্রস্তুত করা এবং টাইপ করা উচিত ছিল যেটি নিবন্ধনের জন্য কার্যকর করার পরে নিবন্ধকের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল।

এটি লাবণ্য ব্যানার্জী দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছিল কারণ এটি প্রায় দুপুর ১২. ৪৫ টায় দস্তাবেজ থেকে প্রদর্শিত হয়। এর ফলে, সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাকেশ ভার্মা, মানস চক্রবর্তী এবং তপন কুমার মিত্র সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করেছেন।পিডাব্লু ১-এর প্রমাণ, উইল-এর প্রস্তাবনা উইল কার্যকর করার চারপাশে সন্দেহের মেঘ দূর করে আমাদের বিবেককে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়।

কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রায় গাণিতিক নিখুঁততার সঙ্গে উইল বাস্তবায়নের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে।কিন্তু একটি বিবেকের আদালত হিসেবে আমরা শুধুমাত্র সাক্ষ্য আইনের ৬৮ নম্বর ধারা এবং ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ৬৩ (সি) নম্বর ধারা মেনে চললেই প্রোবেট মঞ্জুর করতে পারি না বিশেষ করে যখন আমরা কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আমাদের বিবেককে আঘাত করে দেখতে পাই।

এই বিষয়ে আমরা মাননীয় শীর্ষ কোর্টের অনিল কাক বনাম শারদা রাজে (২০০৮) ৭ এসসিসি ৬৯৫ মামলার রায়ের উপর নির্ভর করতে পারি।

৫২.যেখানে নথির লেখা বা এর বিষয়বস্তু প্রমাণ করার মাধ্যমে অন্য কোনো নথির সম্পাদন প্রমাণ করা যেতে পারে, সেইক্ষেত্রে সন্দেহজনক পরিস্থিতি দেখা দিলে দলটির একটি অনুলিপি সহ প্রবেট এবং/অথবা প্রশাসনের চিঠি পাওয়ার চেষ্টা করে, তবে এটিকে প্রকৃত হিসাবে গ্রহণ করার আগে অবশ্যই আদালতের সন্তুষ্টির জন্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে।

৫৩. যেহেতু প্রোবেট মঞ্জুর করা একটি রায়, তাই কোনও আদেশ দেওয়ার আগে আদালতকে অবশ্যই তার বিবেককে সন্তুষ্ট করতে হবে।

এটা সত্য যে, প্রাকৃতিক উত্তরাধিকারীর দ্বারা প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত হওয়াকে সন্দেহজনক পরিস্থিতি হিসেবে গণ্য করা যাবে না, কিন্তু এটি একটি কারণ যা উইল প্রবেট মাঞ্জুর করার আগে আদালত বিবেচনা করে।

৫৫. অন্যান্য দস্তাবেজ বিপরীতে, এমনকি অ্যানিমাস অ্যাটেস্ট্যান্ডিও প্রত্যয়ন প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান। "যশবন্ত কাউর বনাম অমৃত কাউর এবং অন্যান্যরা (১৯৭৭) ১ এসসিসি ৩৬৯-এ রিপোর্ট করেছেন, মাননীয় শীর্ষ কোর্ট বলেছেঃ

“৯. যেসব ক্ষেত্রে উইলের কার্যকারিতা সন্দেহের মধ্যে থাকে, তার প্রমাণ বাদী ও বিবাদীর মধ্যে একটি সাধারণ মামলা হতে পারে না।সাধারণত যা একটি বিরোধী কার্যধারা, তা এই ধরনের ক্ষেত্রে আদালতের বিবেকের বিষয় হয়ে ওঠে এবং তারপরে বিবেচনার জন্য যে সত্য প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় তা হ 'ল, উইল প্রস্তাবক দ্বারা যে প্রমাণ দেওয়া হয়েছে তা আদালতের বিবেককে সন্তুষ্ট করে যে উইল যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়েছিল কিনা।উইল প্রণয়নকারী পক্ষ উইল প্রণয়নকে ঘিরে যে কোন সন্দেহজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা না দেওয়া পর্যন্ত এ ধরনের সন্তুষ্টি অর্জন করা অসম্ভব।”

উইলের বিবরণ থেকে জানা যায় যে সমীর কুমার ঘোষ এবং তাঁর দুই পুত্র চার মাসের মধ্যে বৃদ্ধার হৃদয় জয় করেছিলেন এবং তিনি তাঁর সম্পত্তি তাদের পক্ষে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।আমরা

যদি এই ধরনের বিশ্বাসের কথা বিবেচনা করি, তাহলে তিনি তাদের বলতে পারতেন যে তাকে তার এডভকেট এর কাছে নিয়ে যেতে, মিঃ সুরেশ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে সঙ্গে ট্রাকের খালাসির নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে, যিনি উইল সম্পাদনের তারিখে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তার পরপরই হারিয়ে গিয়েছিলেন।

উইল সম্পাদনের সময় সেই মহিলা কি নিজের মনকে সঙ্গে নিয়ে চলতেন? এটি আরেকটি প্রশ্ন যা আমাদের মনে উঁকি দেয় যখন আমরা দেখতে পাই যে উইলটি প্রিমিসেস নং ৫৯/২, রাজা রামমোহন সরণি সম্পর্কে, যদিও কয়েক মাস পরে টেস্টাট্রিক্স ঝাড়খণ্ডে একটি সম্পত্তি বিক্রি করার জন্য একটি পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি কার্যকর করেছিল উইলের ক্যাভেটর এবং তার ভাইবোনকে। এই সম্পত্তি সম্পর্কে উইলে কোনও কিছু বলা নেই।

এই পর্যবেক্ষণকে অনুমান বা মনগড়া বলা যাবে না, যখন আমরা উইলের আবৃত্তিতে কেবল সুবিধাভোগীদের জানা তথ্যই থাকে।

কোন সন্দেহ নেই যে, উইলকরত্রী জানত কিভাবে ইংরেজিতে তার নাম লিখতে হয়।তিনি কাঁপতে কাঁপতে হাত দিয়ে উইল সম্পাদন করেছিলেন।তাঁর বয়স ছিল ৮২ বছর, কিন্তু ‘এক্সিবিট-২’-এর নথিতে আমরা এমন কিছু খুঁজে পাই না, যা থেকে বোঝা যায় যে উইল তাঁকে পড়ে শোনানো হয়েছিল বা তিনি নিজে উইলটি পড়েছিলেন।এটি সত্য যে পি ডাব্লু ২ মানস চক্রবর্তী বলেছিলেন যে উইলটি এডভকেট শ্রী সুরেশ চ্যাটার্জী দ্বারা লাবণ্য ব্যানার্জীকে পড়ে শোনানো হয়েছিল, তবে দস্তাবেজটি এমন কোনও বিষয় প্রদর্শন করে না।সাক্ষ্য আইনের ৯১ নম্বর ধারার পরিপ্রেক্ষিতে, যা নিজে লেখা ছাড়া অন্য কিছু লেখার বিষয়বস্তু প্রমাণ করার অনুমতি দেয় না, পিডাব্লু ২-এর এই ধরনের মৌখিক সাক্ষ্যের কোনও সম্ভাব্য মূল্য রয়েছে বলে বলা যাবে না।এই সমস্ত পার্শ্ববর্তী পরিস্থিতি অপ্রতিরোধ্য উপসংহারে পৌঁছায় যে উইল স্বাক্ষর করার সময় উইলকরত্রীতার মন সুস্থ ছিলনা।

লীলা রাজাগোপাল ও অন্যান্যদের বনাম কমলা মেনন কোচরন এবং অন্যান্যরা (২০১৪) ১৫ এসসিসি ৫৭০-এ মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছেঃ

"১৩. একটি উইলের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে এবং নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে যা কিছুটা অস্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে।এই ধরনের অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলি উইলে বা তার কার্যকর করার আশেপাশের অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে উপস্থিত হলে তা গ্রহণ করার আগে অবশ্যই একটি নিবিড় বিশ্লেষণের যৌক্তিকতা হবে।এটি এই ধরনের যাচাই-বাছাইয়ের ভিত্তিতে আদালতের সামগ্রিক মূল্যায়ন; অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এবং পরিস্থিতির ক্রমবর্ধমান প্রভাব যা আদালতের জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখে।

বিচার বিভাগীয় এই রায়টি সমস্ত অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এবং সন্দেহজনক পরিস্থিতিগুলিকে একত্রিত করে বিবেচনা করা হবে এবং কোনও একক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব যা কোনও উইল বা একক পরিস্থিতিতে পাওয়া যেতে পারে যা তার বাস্তবায়ন বা নিবন্ধীকরণের প্রক্রিয়া থেকে প্রদর্শিত হতে পারে তার উপর ভিত্তি করে নয়।এটি, আমাদের সামনে উল্লেখিত এবং নির্ভরশীল সিদ্ধান্তগুলি সহ এই আদালত যে সমস্ত বিষয়ে বার বার রায় দিয়েছে, তার সারমর্ম হ’ল এটাই। ২ কোনও নথিভুক্ত নথি নিঃসন্দেহে সাক্ষ্য আইনের ১১৪ [ব্যাখ্যা (ই)] ধারার অধীনে একটি অনুমান উত্থাপন করে যে নিবন্ধীকরণের অনুমোদনে থাকা ঘটনাগুলি যথাযথভাবে সম্পাদিত এবং

সঠিকভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে তবে উত্তরাধিকার আইনের ৬৩ (সি) ধারার আওতায় বা নথির রেজিস্ট্রার দ্বারা প্রত্যয়িত সাক্ষ্য আইনের ৬৮ ধারার অর্থের মধ্যে সত্যায়নের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়নি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা ভগৎ রাম ও অন্যান্য বনাম সুরেশ ও অন্যান্য (২০০৩) ১২ এসসিসি ৩৫-এ প্রদত্ত সিদ্ধান্তে লাভবান হতে পারি, যেখানে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট বলেছেঃ

"২৩। নিবন্ধন আইনের ৬৮ ধারায় বর্ণিত পন্থায় কোন নথির কার্যকারিতা ও সত্যায়ন প্রমাণ করার প্রয়োজনীয়তা নিবন্ধিত হয় না। নিবন্ধন আইনের ৫৮ ধারার অধীন নিবন্ধক নিবন্ধনের জন্য গৃহীত প্রতিটি নথির নিম্নবর্ণিত বিবরণ অনুমোদন করবেনঃ

(১) দলিল নিবন্ধনের উপস্থাপনের জন্য তারিখ, সময় ও স্থান;

(২) দলিলের কার্যকারিতা স্বীকার করা প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাক্ষর ও সংযোজন, এবং, যদি এইরূপ কার্যকারিতা প্রতিনিধি কর্তৃক গৃহীত হয়ে থাকে, তা হলে কোন ব্যক্তির এজেন্ট নিয়োগ, ঐরূপ প্রতিনিধির স্বাক্ষর ও সংযোজন, অ্যাসাইনমেন্ট বা এজেন্ট আপীলপত্র

(৩) এই আইনের যে কোন বিধান অনুযায়ী উক্তরূপ দলিলের প্রেক্ষিতে পরীক্ষিত প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাক্ষর ও সংযোজন, এবং (৪) নথিপত্র সম্পাদনের প্রেক্ষিতে নিবন্ধীকৃত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে অর্থ প্রদান বা পণ্য সরবরাহ এবং এই ধরনের সম্পাদনের প্রেক্ষিতে তার উপস্থিতিতে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রতিদান গ্রহণের স্বীকারোক্তি.

নিবন্ধীকরণ আইনের ৫২ ও ৫৮ ধারায় উল্লিখিত তথ্যাদি নিবন্ধীকরণ আইনের ৫৯ নম্বর ধারার আওতায় নথিতে স্বাক্ষর ও তারিখ সহ নিবন্ধীকরণ করতে হবে এবং ৬০ নম্বর ধারার আওতায় শংসাপত্র দিতে হবে।সাক্ষ্য আইনের ১১৪ ধারার (ই) উল্লেখ করে একটি অনুমান করা হবে যে নিবন্ধীকরণের অনুমোদনে থাকা ঘটনাগুলি নিয়মিতভাবে এবং যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়েছে এবং সঠিকভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে।নথিভুক্তিকরণ আইনের আওতায় নথিভুক্তিকরণের জন্য রেজিস্ট্রার অফ ডিডস্-এর কাছ থেকে কোনো অনুমোদন নেওয়ার প্রয়োজন নেই, উত্তরাধিকার আইনের ৬৩ (সি) ধারার আওতায় অথবা নথিভুক্তিকরণের রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে সাক্ষ্য আইনের ৬৮ (সি) ধারার আওতায় অনুমোদনের প্রয়োজন নেই।

যদিও আমরা বিচারিক আদালতের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করতে চাই না যে তার স্বামীর ভাইপোদের বাদ দেওয়া ইচ্ছাটিকে সন্দেহজনক করে তোলে, তবে আমরা উইল তৈরি এবং সম্পাদনের সাথে সম্পর্কিত তথ্য থেকে চোখ বন্ধ করতে পারি না, যেখানে অ্যাডভোকেট শ্রী সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন, কিন্তু যিনি সাক্ষী-বাক্সে আসেননি, যদিও তিনি আদালত কক্ষের ভিতরে ছিলেন, এই বলার জন্য যে তাকে কীভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তিনি নিবন্ধনের পরে উইলকরত্রী কাছে উইল টি না রেখে কেন উইলটি তার হেফাজতে রেখেছিলেন। উইল বাস্তবায়নের সঙ্গে জড়িত সমস্ত সন্দেহজনক পরিস্থিতি দূর করার জন্য তিনিই সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি হতেন।

উইলের যথাযথ বাস্তবায়নকে প্রভাবিত করে এমন অনেক প্রশ্ন এবং গুরুতর সন্দেহের পটভূমিতে নিজেকে সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত না করে বিচারের সময় তার উপস্থিতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা উপেক্ষা করা যায় না।

এটা বলা সমীচীন হবে যে, উইল সংক্রান্ত প্রোবেট মঞ্জুর করা একটি সিদ্ধান্ত এবং এ ধরনের ক্ষেত্রে রায় বিবেকের সন্তুষ্টি একটি পূর্বশর্ত।

এখানে উল্লিখিত পরিস্থিতিগুলি থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে পুরো মামলাটি সন্দেহের ছায়ায় ঢেকে রয়েছে যা প্রস্তাবক আদালতের বিবেককে সন্তুষ্ট করার জন্য সরাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

আমরা এই আপীল গ্রহণ করতে আক্ষমতা প্রকাশ করছি।আপত্তিকর রায় এবং ডিক্রি বহাল রয়েছে।

ফলে আপিলটি ব্যর্থ হয়।কোনও আপীল থাকলে তা নিষ্পত্তি করা হল।

বিভাগকে অবিলম্বে নিম্ন আদালতের নথিপত্র ফেরত দেয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আপীল করা হয়, তা পক্ষগুলিকে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পালনের পর সরবরাহ করতে হবে।

(সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী, জে)

আমি একমত।

(সৌমেন সেন, জে)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.